নিউইয়র্কের সরকারি স্কুল

প্রতি ১০ শিক্ষার্থীর একজনের ঘর নেই

ইব্রাহীম চৌধুরী

০১ নভেম্বর ২০১৯, ২০:১৪
আপডেট: ০১ নভেম্বর ২০১৯, ২০:১৫

বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী দেশ আমেরিকার বাণিজ্য নগরী নিউইয়র্কের সরকারি স্কুলের প্রতি ১০ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে একজন গৃহহীন। গত শিক্ষাবর্ষে এই নগরে এক লাখ ১৪ হাজারের বেশি শিক্ষার্থী গৃহহীন ছিল। অ্যাডভোকেটস ফর চিলড্রেন নামের একটি সংস্থার প্রতিবেদনে এই তথ্য জানানো হয়েছে। নানা কারণে এসব শিক্ষার্থী গৃহহীন হচ্ছে।

গত এক দশকে নিউইয়র্ক নগরে গৃহহীন শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেড়েছে ৭০ শতাংশ। গত বছর এ হার প্রায় অর্ধ শতাংশ পয়েন্ট হ্রাস পেয়েছে। এখনো গৃহহীন শিক্ষার্থীর এই হার লজ্জাজনকভাবে উচ্চে দাঁড়িয়ে আছে বলে নাগরিক সংগঠনগুলো মনে করে। অ্যাডভোকেটস ফর চিলড্রেনের পরিচালক রেন্ডি লেভিন বলেন, টানা চার বছর ধরে নগরের গৃহহীন শিক্ষার্থীর সংখ্যা এক লাখের ওপর!

পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, নগরের প্রায় ৭৪ হাজার শিক্ষার্থী আত্মীয়স্বজন বা পারিবারিক বন্ধুদের বাসায় থেকে লেখাপড়া করছে। ৩৪ হাজারের বেশি স্কুল শিক্ষার্থী বিভিন্ন আশ্রয় কেন্দ্রে বসবাস করছে। নিউইয়র্ক নগরের শিক্ষা বিভাগের তথ্য থেকে বেসরকারি সংস্থা অ্যাডভোকেটস ফর চিলড্রেন এসব তথ্য সংগ্রহ করেছে। গৃহহীন শিশুরা অন্য শিশুদের মতো একাডেমিকভাবেও ভালো করে না বলে প্রমাণ পাওয়া গেছে। নগরের গৃহহীন শিক্ষার্থীদের মধ্যে কেবল ৫৭ শতাংশ স্কুল গ্র্যাজুয়েশন করতে পারে। এর অন্যতম একটি কারণ হচ্ছে, আশ্রয়কেন্দ্রে থাকা প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ শিক্ষার্থী ক্লাসে নিয়মিত অনুপস্থিত থাকে। নিউইয়র্ক নগর কর্তৃপক্ষ বলছে, তারা সহায়তার জন্য নানা সুবিধা যুক্ত করেছে। যদিও পরিস্থিতির কোনো উন্নতই হচ্ছে না।

নগর থেকে আশ্রয়কেন্দ্রে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, একাডেমিক সহায়তা দেওয়া হচ্ছে। মেয়র ডি ব্লাজিও বলেন, আশ্রয়কেন্দ্রে থাকা শিক্ষার্থীদের স্কুলে যাতায়াতের জন্য বাস পরিষেবা সরবরাহ করা হয়েছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে

স্কুলের কাছেই আশ্রয়কেন্দ্রে শিক্ষার্থীদের থাকার ব্যবস্থা করা হচ্ছে বলে মেয়র ডি ব্লাজিও জানান।

ক্লিওপাথ্রা ডান্না নামের এক শিক্ষার্থীকে যখন প্রথম ব্রুকলিনের ইস্ট নিউইয়র্কের একটি আশ্রয়কেন্দ্রে স্থানান্তর করা হয়, তখন তার সন্তানেরা কুইন্সে তাদের পুরোনো বাড়ির কাছে একটি স্কুলে ভর্তি ছিল। ডান্না জানান, তাঁর সন্তানের স্কুলে যাওয়া-আসার জন্য ইয়েলো বাসের ওপর ভরসা করা যাচ্ছিল না। স্থানান্তরিত হওয়ার প্রথম সপ্তাহে কোনো বাস ব্রুকলিনের বাইরে স্কুলে যাওয়া বাচ্চাদের নিতে আসেনি।

ক্লিওপাথ্রা ডান্না বলেন, 'আমার ছেলেরা স্কুল মিস করা পছন্দ করতে পারেনি এবং আমি সারা সপ্তাহ তাদের স্কুল থেকে বাইরে থাকতে চাইনি। এ কারণে সন্তানদের তিনি পার্শ্ববর্তী স্কুলে নিয়ে যান। এমন সিদ্ধান্তের জন্য এখন তিনি দুঃখ করছেন। ক্লিওপাথ্রা ডান্না জানান, 'আমি এই সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট নই, কারণ আমার ছোট ছেলে অটিটিস্টক। তার যা প্রয়োজন, নতুন স্কুল তা দিতে পারে না।

ইওল্যান্ডিয়া ডেভিসের বাচ্চাদের মতো এমন ঘটনা নগরে নিয়মিত। স্কুলবাস শিক্ষার্থীদের প্রতিদিন সকাল সাড়ে ছয়টার মধ্যে ইস্ট নিউইয়র্কের আশ্রয়স্থল থেকে নিয়ে যায়। বেডফোর্ড স্টুভেসেন্ট স্কুলে পড়াশোনা করা আশ্রয়কেন্দ্রের এসব শিক্ষার্থীকে শিক্ষা ছাড়াও অন্য কিছুতেও মনোনিবেশ করতে হয়। একটি আশ্রয় কেন্দ্রের পরিচালক টামারা অর্টিজ বলেন, আশ্রয় কেন্দ্রের এসব শিশুরা অন্যদের মতোই। অপ্রত্যাশিতভাবে জীবনের নানা চ্যালেঞ্জ তাদের মোকাবিলা করতে হচ্ছে।

বিশ্বের সেরা দেশ, দিগন্ত ছোঁয়া সব সারি সারি অট্টালিকার দম্ভ নিয়েও আজকের আমেরিকায় প্রায় ছয় লাখ মানুষ গৃহহীন। প্রতিদিন এই সংখ্যা বাড়ছে। গৃহহীন সমস্যা সামাল দিতে নগরগুলো রীতিমতো হিমশিম খাচ্ছে। কোনো কোনো নগরে গৃহহীন জনগোষ্ঠী সামাল দিতে জরুরি অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। শুধু সরকার নয়, বেসরকারি সংস্থা এবং বিভিন্ন গির্জাসহ ধর্মীয় গোষ্ঠী একযোগে দাঁড়াচ্ছে অভুক্ত, আশ্রয়হীন লোকজনের পাশে।

ন্যাশনাল অ্যালায়েন্স টু অ্যান্ড হোমলেসনেস নামক বেসরকারি সংস্থার সাম্প্রতিক জরিপে দেখা গেছে, ২০১৬ সালে আমেরিকার গৃহহীন লোকের সংখ্যা ছিল পাঁচ লাখ ৬৪ হাজার। প্রায় পাঁচ লাখ লোক ফুটপাথে, গাড়িতে, পার্কে, আশ্রয়কেন্দ্রে বা ভর্তুকি দেওয়া আশ্রয় কেন্দ্রে রাত কাটায়। এর মধ্যে প্রায় দুই লাখ পরিবার এবং পরিবারের এক চতুর্থাংশ শিশু বলে জরিপে দেখা গেছে। হোমলেসনেস অ্যালায়েন্সের তথ্য মতে, প্রায় এক লাখ লোককে দীর্ঘ মেয়াদের গৃহহীন হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। দীর্ঘস্থায়ী গৃহহীনদের সবচেয়ে অসহায় হিসেবে দেখা হয়। এদের অনেকেই মানসিক সমস্যা, মাদকাসক্তসহ অন্যান্য শারীরিক সমস্যায় ভুগছেন।

গৃহহীনদের সমস্যা নিয়ে কাজ করতে প্রতিটি নগরে আলাদা বিভাগ আছে। বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে স্যালভেশন আর্মিসহ বিভিন্ন গির্জা, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান এসব গৃহহীনের আহার, বস্ত্র ও আশ্রয় নিশ্চিত করছে। গৃহহীনদের নিরাপত্তা নিয়ে রাজ্য সরকার নানামুখী আইন প্রণয়ন করায় সাহায্যকারী ব্যক্তিবিশেষ ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংঘাত লেগেই আছে। গৃহহীনদের অননুমোদিতভাবে যে কেউ আশ্রয়, খাবার বা ভিক্ষা দিতে পারবে না। অনেক গৃহহীন মাদকাসক্ত, সহিংস ও বিপজ্জনক। রীতিমতো আইন করে এদের নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে।

২০০৭ সালে শুরু হওয়া আমেরিকার আবাসন সংকট এখনো কেটে উঠতে পারেনি। অর্থনৈতিক উন্নয়নের নানা হিসাব রাজনীতিবিদরা উপস্থাপন করলেও মার্কিন সমাজে ধনী দরিদ্রের ফারাক বাড়ছে। আমেরিকার মধ্যবিত্ত থেকে ঝরে পড়া মানুষই ক্রমবর্ধমান গৃহহীন সমস্যাকে আরও প্রকট করে তুলছে।